আইজিপি আলী হোসেন ফকিরের বিরুদ্ধে কানাডায় বাড়ি কেনার অভিযোগ

ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকিরের বিরুদ্ধে কানাডায় বিলাসবহুল বাড়ি কেনার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুই দফায় যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তিনি গোপনে কানাডা সফর করেন এবং সেখানে একটি বাড়ি কেনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এমনটি অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে থাকার সময়ের পুরোনো বন্ধু হাসান ওরফে ইকুর মাধ্যমে কানাডায় বাড়ি কেনার বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া হয়। কানাডার নাগরিক হাসান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পারচেজ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত এবং তিনি ওই লেনদেনে মধ্যস্থতা করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

সূত্রের দাবি, অবসরের পর বিদেশে অবস্থান করে জীবনযাপনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই কানাডায় এই সম্পদ কেনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে আইজিপি আলী হোসেন ফকিরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, কানাডায় কেনা বাড়ির অর্থ পরিশোধের জন্য পুলিশ প্রশাসনে বদলি ও পদায়নকে কেন্দ্র করে অর্থ সংগ্রহের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আইজিপির দেহরক্ষী মনিরসহ ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্যাকেজের বিনিময়ে মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগকারীদের দাবি।

কানাডায় বাংলাদেশিদের অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি কয়েক বছর ধরে আলোচনায় রয়েছে। বিশেষ করে ২০২০ সালের দিকে কানাডার বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পদ কেনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের একটি অংশ দুর্নীতির অর্থ বিদেশে পাচার করে কানাডায় বাড়ি-ফ্ল্যাট কিনেছেন এমন অভিযোগও সে সময় সামনে আসে।

তবে আইজিপি আলী হোসেন ফকিরের বিরুদ্ধে কানাডায় বাড়ি কেনা, সম্পদ পাচার কিংবা পদায়ন-বদলির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগের স্বাধীন সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি।

সূত্র: আজাদীর ডাক।